আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: পবিত্র কুরআনের ৪০ টি রব্বানা দোয়া সিরিজ-৩

১. পবিত্র কোরআনে কিছু আয়াত মুহকাম, সেগুলোই এ কিতাবের মূল। বাকিগুলো মুতাশাবিহ, এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যারা জ্ঞানের গভীরতা রাখে, তারা বলে: "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, সবগুলোই আমাদের রবের নিকট থেকে অবতীর্ণ।" আসলে বুঝের লোকেরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। আল্লাহ তা'আলা দোয়া করা শিখিয়েছেন।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রভূত প্রদানকারী। (৩:৮)

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আপনি সকল মানুষকে সমবেতকারী, ঐ দিনে মোটেই সন্দেহ নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নন। (৩:৯)

এ দুটো আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাসীর নিম্নলিখিত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

(ক) রাসূল (স:) বলেছেন: মানুষের কোন আত্মাই আল্লাহর দুই আঙ্গুলের বাইরে নয়। তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা কারও আত্মাকে সত্যের উপর দৃঢ় রাখেন। যতক্ষন ইচ্ছা কারও আত্মাকে সত্যের বাইরে রাখেন।

(খ) রাসূল (স:) দোয়া করতেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوب ثَبِّتْ قُلُو بُنَا عَلَى دِينِكْ

হে আল্লাহ, আত্মাকে উল্টিয়ে দেয়ার মালিক আমাদের আত্মাকে আপনার পছন্দের দিন (অর্থাৎ ইসলাম) উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

২. দুনিয়ার ভোগবিলাস আর মোহ ত্যাগ করে যারা তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত আরো রয়েছে আল্লাহর রেজামন্দি (সন্তুষ্টি)।

আল্লাহ তা'আলা দোয়া করতে বলেছেন,

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

যারা বলেঃ হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান। (৩:১৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর তার তাফসীরে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করছেন:

يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ , فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَاسْتَجِيبَ لَهُ؟ هَلْ مَسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟

প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে আমাদের প্রভু, যিনি পবিত্র ও সর্বোচ্চ, দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং আহববান করতে থাকেন, আমার বান্দাহদের মধ্যে এমন কেউ আছো কি, যে আমার কাছে কিছু চায়, আমি তা কবুল করবো; এমন কেউ আছো কি, আমার কাছে দোয়া করবে, আমি তার দোয়া কবুল করবো; এমন কেউ আছো কি, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। (বুখারী ও মুসলিম)

৩. ঈসা (আ:) বলেছিলেন, আল্লাহর পথে করা হবে আমার সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারিরা বলেছিল: আমরা হবো আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। তুমি সাক্ষী থাকো আমরা আত্মসমর্পনকারী মুসলিম।

আল্লাহ তা'আলা দোয়া শিখিয়েছেন।

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّـٰهِدِينَ

হে আমাদের রাব্ব! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন, আমরা তা বিশ্বাস করি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করছি, অতএব সাক্ষীগণের সাথে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন। (৩:৫৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর তাফসীরে নিম্নলিখিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন:
রাসূল (স:) আল-আহযাবের যুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধে নামার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, আয যুবাইর এগিয়ে এলেন। দ্বিতীয় বার তিনি যুদ্ধে নামার জন্য আহবান করলেন এবং বললেন:

إِنَّ لِكُلِّ نَبِيَ حَوَارِيًا وَحَوَارِيِّى الزُّبَيْرِ

প্রত্যেক নবীর হাওয়ারি (সাহায্যকারী) থাকে, আমার হাওয়ারি হচ্ছে আয যুবাইর (বুখারী মুসলিম)

৪. অতীতের নবী রাসূলগণ এবং তাদের সাথিরা আল্লাহর পথে চলতে যেসব বিপদ মুসিবত ঘটেছিল তাতে তাদের মন ভেঙে পড়েনি তারা দুর্বলতাও দেখায় নি এবং নাতিও স্বীকার করেনি।

আল্লাহ তায়ালা দোয়া করতে শিখিয়েছেন,

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

আমাদের প্রভু! আমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দাও, আমাদের কার্যক্রমের সীমালঙ্ঘন তুমি ক্ষমা করে দাও, আমাদের কদমকে মজবুত রাখে এবং কাফির কাওমের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো (৩:১৪৭)

ওহুদ যুদ্ধের সময় গুজব রটে গেলো মুহাম্মদ (স:) নিহত হয়েছেন। এ সূরার ১৪৪ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, মুহাম্মদ (স:) যদি মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা (ইসলাম ত্যাগ করে) পেছনে ফিরে যাবে?

এর ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর তাফসীরে নিম্নবর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন:

لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ , وَسَلُو اللهَ الْعَافِيَةَ , فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصبِرُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوف (متفق عليه)

আল্লাহর কাছে নিজে অখ্যাত থাকার দোয়া করে শত্রুদের (কাফেরদের) সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো না। যখন তাদের (কাফেরদের) সাথে যুদ্ধ করবে তখন ধৈর্যের সাথে দৃঢ় থেকে বীর বিক্রমে আঘাত করবে এবং জেনে রাখ তরবারির ছায়ার নিচেই জান্নাত। (বুখারী মুসলিম)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা উপরের ৫ টি রাব্বানা দোয়া উল্লেখ করা হলো। এই দোয়াগুলো বুঝে অন্তরের অন্তস্থল থেকে মহান, গফুরুর রহিম আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। ধৈর্যহারা হলে চলবে না, বারবার আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে চাইতে হবে, আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালা এ দোয়াগুলোতে যা যা চাওয়া হয়েছে কবুল করবেন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/